কালের কণ্ঠ

তারিখ 17 FEB 2015
পৃষ্ঠা ০১ কলাম ০৬

ঘোষিত সূচি অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষা

আদেশের কপি পেলে ব্যবস্থা নেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছেন তার কপি হাতে পেলে ব্যবস্থা নেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, আদালতের আদেশ তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু হরতালের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণে সবচেয়ে বড় বাধা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা। অভিভাবকরাও নিরাপত্তা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। যথাযথ নিরাপত্তা পেলে হরতালের মধ্যেও পরীক্ষা গ্রহণে তাদের কোনো সমস্যা নেই। জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব নজরুল

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

আদেশের কপি পেলে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইসলাম খান গতকাল সোমবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা এখনো রায়ের কপি হাতে পাইনি। তবে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আদালতের আদেশের বিষয়টি জানতে পেরেছি। আদালতের আদেশ আমরা অবশ্যই মানব। তাই রায়ের কপি হাতে পেলে পরীক্ষা গ্রহণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে আমরা এখনো চিন্তিত শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে। কিভাবে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে সে ব্যাপারে প্রয়োজন হলে আমরা আবারও আদালতের দ্বারস্থ হব। তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ীই আমরা পরীক্ষা গ্রহণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

এসএসসি ও সমমানের চার দিনের পরীক্ষা এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে এ পরীক্ষাগুলোর একটিও ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী হয়নি। গত ২ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও হরতালের কারণে তা শুরু হয় ৬ ফেব্রুয়ারি। চারটি পরীক্ষাই নেওয়া হয়েছে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শুক্র ও শনিবারে। গত ১২ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এখনো ঘোষণা করা হয়নি নতুন তারিখ। গত ১৫ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষা পিছিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে পুরো পরীক্ষার সময়সূচিই এখন লণ্ডভণ্ড। এ অবস্থায় গত রবিবার ঘোষিত শিডিউল অনুযায়ী মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাধা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা দাবি করছেন, অবরোধ-হরতালের মধ্যেও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই খোলা রয়েছে। শিক্ষকরাও যথারীতি উপস্থিত থাকেন। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাসও হচ্ছে। তবে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম থাকায় ঠিকমতো ক্লাস হয় না।